ভূমিকা।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামে প্রসিদ্ধ নাটকের ইতিহাস অতি মনোহর এই নিমিত্ত অনেকেরই তাহা পাঠ করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ গ্রন্থ অনায়াসে বোধগম্য হইবার বিষয় নহে। অতএব তদীয় ইতিহাস অবলম্বন করিয়া আমি এই পুস্তক লিখিলাম।

সংস্কৃত গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিলে তাহার রমণীয়তার হ্রাস হইতে পারে এই নিমিত্ত যে সকল অংশ দুরূহ ও অসংলগ্ন তৎসমুদয় পরিত্যাগ করা গিয়াছে এবং কোনং স্থানে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনার্থে প্রস্তাব বাহুল্য করা গিয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা বঙ্গভাষানুশীলন বিষয়ে প্রযত্নশীল তাঁহাদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা প্রকটন করিতে সাহসী হইলাম।

শ্রীরামলাল মিত্র।

কলিকাতা।

৫. চৈত্র সম্বৎ ১৯১১।

সুললিত ইতিহাস

শকুন্তলা।

পূর্ব্বকালে বিশ্বামিত্র নামে এক মহাপ্রভাব রাজর্ষি ছিলেন। তিনি নিরন্তর ব্রহ্মাসনে অধ্যাসীন হইয়া যোগসাধন করিতেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহার কঠোরতপস্যাতে সাধ্বসাপন্ন হইয়া তপোবিঘ্নার্থে মেনকা নাম্নী স্বর্গবাসিনী বারকামিনীকে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। মেনকা বসন্তাখ্য রমণীয় সময়ে অতি মনোহর বেশ ধারণ করিয়া মুনি সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুনিবর তাঁহার রূপলাবণ্যাবলোকনে স্মরাতুর হইয়া তাঁহার সহিত বিষয়োপভোগে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। পরাৎপর পরমেশ্বরের মহিমা বিস্মরণ পুরঃসর ভগবান কুসুমায়ুধের বশম্বদ হইলেন। ইষ্ট দেবতার অর্চনার্থে অবচিত পুষ্প সকলে বারাঙ্গনার অঙ্গাভরণ করিলেন। নারায়ণোদ্দেশে ঘৃষ্ট হরিচন্দনে বারবনিতার শরীর সুবাসিত করিলেন। এই রূপে কিয়ৎকাল বিগত

হইলে মেনকা আপন্নসত্ত্বা হইলেন এবং দৈবযোগে মুনির জ্ঞান মিহিরোদয়ে মোহতিমির বিনষ্ট হওয়াতে কোপানলোহিত লোচনে মেনকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন!! অরে পাপীয়সি তুই আমার সঙ্গে প্রতারণা করিলি নিমেষ মধ্যেই ভস্মাবশেষ হইবি!! মেনকা অভিশাপ ভয়ে দাবানল পরিবৃতা হরিণীর ন্যায় কম্পিত কলেবরা ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া পলায়নপরায়ণা হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল এবং একটি সুরূপা কন্যা প্রসব করিয়া তাহাকে নির্জ্জন কাননে পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অমরভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ জাত কন্যা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অনুকম্পাক্রমে, কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত এক শকুন্তকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হওয়াতে তাহার নাম শকুন্তলা হইল কতিপয় দিবস অতীত হইলে হিরণ্যারণ্য নিবাসী ভগবান কণ্বমুনি ফলান্বেষণে বিপিন মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ নিঃসহায়া রোদমানা কন্যাটিকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং স্নেহপ্রযুক্ত স্বভবনে আনিয়া পিতৃভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা মুনি গৃহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সিতপক্ষীয় সুধাংশু কলার দিন২ বর্দ্ধমানা হইলেন। কালক্রমে

তাঁহার যৌবনকাল উপস্থিত হইল। সে কালে শরীর শোভাধিক্য সহকারে হাবভাব হেলা প্রভৃতি সাত্বিক বিকারের আবির্ভাবহয়। পরন্তু শকুন্তলা যদিও স্বকীয় লাবণ্য পুষ্টি বিষয়ে সমধিক যত্নবতী ছিলেন না এবং মুনিকন্যাগণের রীত্যনুসারে বৃক্ষ বল্কল পরিধান করিয়া প্রতিদিন আশ্রমস্থ তরুণ তরু সকলে জল সেচন করিতেন। তথাপি তাঁহার স্বভাবজা রূপমাধুরী শৈবল বেষ্টিতা সরোজিনী এবং কলঙ্কদূষিত সুধাকরের ন্যায় অধিকতর সৌন্দর্য্য শালিনী হইয়াছিল। অধিকন্তু তিনি অত্যন্ত প্রিয়ম্বদা ছিলেন তাহাতে তপোবনবাসি বালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই তাঁহাকে সাতিশয় যত্ন ও স্নেহ করিত।

এতদ্দেশীয় অধুনাতন মহিলাগণ যে প্রকার অন্তঃপুর নিরুদ্ধ থাকে এবং বিদ্যামৃত রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয় পূর্ব্বকালে এই রীতি ছিল না। ইহার প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রাচীন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব শকুন্তলা কণ্বমুনির নিকেতনে বাস করিয়া বিবিধ বিদ্যা-

ধারণ করিতেন এবং সাতিশয় মেধাবিনী ছিলেন এই নিমিত্ত অচিরে বিদ্যাবতী হইলেন।

শকুন্তলা পরিণতে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভগবান কণ্ব লালিতা দুহিতার প্রতি স্নেহাধিক্য প্রযুক্ত অনন্য বরান্বেষণে নিরন্তর যত্নশীল ছিলেন। পরে রাজা দুষ্মন্তের সহিত তাঁহার যে প্রকারে সম্মেলন ও বিবাহ হয় তদ্বিবরণ অতি অপূর্ব এই নিমিত্ত বিস্তারিত রূপে লেখা শ্রেয় বোধ করিলাম।

হস্তিনানগরে দুষ্মন্ত নামা এক সুশীল ও নীতিপরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি একদা মৃগয়াভিলাষী হইয়া চতুরঙ্গিণী বাহিনী সমভিব্যাহারে অটবী মধ্যে প্রবেশ করতঃ এক ভয়ক্রুত বাতায়ুর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ক্রমে২ হিদণ্য কাননের সমীপে উপনীত হইলেন। দৈবযোগে কণ্বমুনির দুইজন শিষ্য সমিদাহরণার্থে তথায় আসিয়াছিল। তাঁহারা মৃগমারণোদ্যত নরপালের জিঘাংসা প্রবৃত্তি দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন॥ হে নরনাথ। আপনি কি নিমিত্তে এই নির্দোষ প্রকৃতি কুরঙ্গের ললিত শরীরে শতকোটি তীক্ষ্ণ শর প্রক্ষেপণ করিতেছেন অজিনযোনিগণ আমাদিগের তপোবনে বাস করিয়া কৃতার্থ হইলে অনিতনয়া গ॰

রিয়া একাকী বিনীতভাবে পদব্রজে আশ্রম[illegible]ভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সুপক্ক ফলশোভিত দ্রুম-শাখায় নানাবিধ মধুরালাপী বিহঙ্গম মধুরস্বরে গান করিতেছে। বিকসিত পুষ্পশোভিত পুষ্পকা-ননে মধুমক্ষিকা গণ পুষ্পরস পানে মত্ত আছে। অশো কলা রসাল মঞ্জরীর রসপানে প্রমত্ত মধুকণ্ঠ সমূহের কুহুরবে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইতেছে। সন্নিহিত [illegible]-ধরে প্রস্ফুল্ল কমল কোকনদ কহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্পে র সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। করী কেশরী; মৃগ মৃগাদন প্রভৃতি জন্তুযূথ পরস্পর খাদ্য খাদকতা সম্বন্ধ পরিহার করতঃ একত্র বিচরণ করি-তেছে। কিয়দ্দূরে মালিনী নাম্নী সুবিখ্যাতা শৈবলি-নীর প্রতীরে মুনিগণের যজ্ঞশালা হইতে অগ্নিহো-ত্রাদির ধূমসমূহে গগণমণ্ডল শ্যামলীকৃত হইতেছে। এবং উদ্গাতৃগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করিতেছে।

অবনীপাল এই সকল দর্শনে বিমোহিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন এমত সময়ে দক্ষিণস্থ-[illegible]প বাটী হইতে রমণী জন বিনিঃসৃত কু[illegible]লীল কোকিল কাকলীর ন্যায় সুধাময় মধু[illegible] তাঁহার শ্রবণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তদ্দি[illegible]পাত করিয়া দেখিলেন যে একটি অভিনব যৌবন লাবণ্য-

বর্ত্তী বৃক্ষবল্কল পরিধানা অনতিক্রান্ত সমবয়স্কা দুই-
জন প্রতিবেশিনী সমভিব্যাহারে তপোবনের তরুণ
বৃক্ষ সকলে জলসেচন করিতে আসিতেছেন এবং
তাঁহার রূপলাবণ্য বিলোকন প্রশংসায় কাহত হই-
য়া মনে২ ভাবনা করিতে লাগিলেন আহা! বিধাতা
বুঝি উপমাদ্রব্য সংযোগে এই রূপ নিষ্কলঙ্ক হইয়া
এই জলসেচন প্রিয়দর্শনাকে নির্মাণ করিয়াছেন যে
হেতুকে আমি রূপিণী জন পদে অধীশ্বর হইয়াও এতা
দৃশী কামিনীয়া কামিনী কদাপি নয়নগোচর করিনাই
যাহা হউক এক্ষণে তিরোহিত ভাবে ইহার চেষ্টিত
অবলোকন করি।

.. বিশাল নামে বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া এক পাদপের
অন্তরালে উপবিষ্ট হইয়া জলধারা পরিজ্ঞানাস্থ
পিপাসাকুল চাতকের ন্যায় বহুক্ষণাবধি অনন্যকর্ম্মা
নিরীক্ষণ পরায়ণ হইয়া রহিলেন। শকুন্তলা
হস্তিনাপতির অসম্ভাবিত সমাগমনের বিষয় স্বপ্নেও
জানেন না। অতএব বৃক্ষসেচন সমাপন করিয়া অন-
সূয়া ও প্রিয়ম্বদা নাম্নী সখীদিগের সহিত কথালাপ
করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগের কথোপকথন
শ্রবণে জানিতে পারিলেন যে ইনি কণ্বদুহিতা শকুন্তলা
এবং সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনোমধ্যে আক্ষে

সমাচরণ করেন। কথান্তরে অকস্মাৎ পুরুষ সমাগমে
লজ্জাবনতবদনা হইলেন সখীরা বিহিত বিধানে
পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক নিকটস্থ সপ্তপর্ণ বেদিকাতে
উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলা মহাশয় কোন
দেশ হইতে আগমন করিতেছেন এবং কি নিমিত্তেই
বা এই স্থলে উপস্থিত হইলেন। রাজা উত্তর করি-
লেন আমি রাজা দুষ্মন্ত বনবিহার মানসে স্বনগরী
হইতে বহির্গমন করিয়া গহনে ভ্রমণ করিতেছি স-
ম্প্রতি তোমাদিগের পুণ্যাশ্রম দর্শনাভিলাষে এই
স্থলে আগমন করিলাম মুনিবর কোথায় তাঁহার
সাক্ষাৎকারলাভে মানব জন্ম সফল বোধ করিব।
অনসূয়া কহিলেন মুনিনাথ সম্প্রতি তনয়াকে অতি-
থি সপর্য্যা করিবার আদেশ করিয়া তপস্যার্থ সোম
তীর্থে গমন করিয়াছেন। রাজা কহিলেন ভগবান্ কণ্ব
জিতেন্দ্রিয় ও অকৃতদার পরিগ্রহ এবং সতত পার-
লৌকিক সুখসাধন যমনিয়ম প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগা
ভ্যাসে অনুরক্ত অতএব তোমাদের সমভিব্যাহা-
রিণী এই কুসুম কোমলাঙ্গী তাঁহার তনয়া কি প্রকা-
রে হইলেন। অনসূয়া রাজার ঈদৃশ প্রশ্নে মুনি প্রমু-
খাৎ শ্রুত শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত আমূলাৎ বর্ণন করি
লেন। রাজা বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন অনসূয়ে

রাজা কহিলেন সত্য বটে যে হেতুক অপ্সরা ব্যতি-
রেকে মানবী সঙ্গে ঈদৃশ রূপের সম্ভব হইতে
পারেনা।

অনন্তর রাজা এই রূপে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সহিত
কিঞ্চিৎকাল সদালাপ করিয়া শকুন্তলার সহিত পরি-
হাসে প্রবৃত্ত হইলেন। শকুন্তলা যদি ও হস্তিনাধিপতি-
র অসামান্য রূপ দর্শনে প্রথমাবতীর্ণ মদনবিকারা
হইয়াছিলেন তথাপি নবানুরাগিণী সীমন্তিনী গ-
ণের রীত্যনুসারে প্রত্যুত্তর প্রদানে পরাঙ্মুখী ও
ব্রীড়াসনতমুখী হইয়া প্রীতি চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন
রাজা বিপুল পুলকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া আপনার হৃদ-
য়কে আশ্বাস করিতেছেন এমত সময়ে আগমন
সৈন্য কোলাহল তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।
ঋষি দুহিতৃগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পর্ণ কুটিরাভিমুখে
গমন করিল। রাজা প্রেয়সী সমাগমে বঞ্চিত হইয়া
অসময়োপস্থিত সৈন্য গণকে ধিক্কার করিতে২ সেই
স্থলেই রহিলেন।

শকুন্তলা বয়স্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তথা হইতে
প্রস্থান করিলে নৃপাল সর্ব্বস্বাপহারিণী প্রিয়তমার

দর্শনবিরহে পৃথিবী শূন্যময়ী দেখিলেন। ক্ষণ কাল বিলম্বে সেনাগণ তপোবনে সমাগত হইয়া রাজসন্দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইল। রাজা তাহাদিগের প্রার্থনায় অগত্যা সম্মত হইয়া স্যন্দনারোহণে রাজধানী অভিমুখে গমন করিলেন এবং স্বকীয় মন্দিরে প্রত্যাগত হইয়া রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনে অনাসক্তমনা হইয়া দিবস রজনী সেই সুবদনীর নিরুপম বিলাসাদির ভাবনা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকালীন সুযশ প্রতাপ ভূপালগণের সভাতে বিদূষক সংজ্ঞক এক এক জন কৌতুকবিলাসী বাস করিত। তাঁহারা রাজাকে বিষণ্ণ অথবা শোকাভিভূত দেখিলে কোন কৌতুকাবহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বিষাদ হরণ করিত। রাজা দুষ্মন্তের সভাতে একজন বিদূষক ছিল। সে এক দিবস রাজাকে অনন্যচিত্তে বনবাসিনীর রূপচিন্তনে নিমগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ কি নিমিত্তে সতত নিরানন্দ থাকেন কোন বিষয়েই ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন না বোধ করি কোন সুচতুরা কুরঙ্গ নয়নার অপাঙ্গদর্শনে বিমোহিত হইয়াছেন যাহা হউক আমার নিকটে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করুন আমি আপনার মনস্কামনা সিদ্ধি

পুচ্ছসুন্দরাকাঙ্ক্ষ চমরীগণ পুনঃ২ পুচ্ছ বিলোড়ন ছলে অপরাপেক্ষা প্রার্থনা করে; সেই সুলোচনার বিলোকন সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া নীল সরোরুহ জীবনে জীবন সমর্পণ করিয়াছে সেই মধুভাষিণীর সুমধুর আভাষণে অবধারিত পরভৃতগণ [illegible] নিবীড় বনে তিরোহিত হয়। সেই বেদিবিলগ্নমধ্যার ক্ষীণ মধ্যতা দর্শনে হীনগর্ব্ব মৃগরাজ অটবীমধ্যে কাল যাপন করেন; সেই সুগভীর দশন পংক্তি দর্শনে মুক্তাফল অগাধ লবণোদধিতে নিমগ্ন হইয়াছে; সেই নিতম্বিনীর নিতম্ব দর্শনে বসুন্ধরা মৃত্তিকাময়ী হইয়াছে; সেই বামোরুর বিশাল উরুদ্বয় রামকদলীর একান্ত শীতলতা ও করিশুণ্ডের একান্ত কর্কশতা সংযুক্ত নিরুপম হইয়াছে; সেই মরালগামিনীর গতি ক্রম চলনে রাজহংসগণ পত্যপদেশ লব্ধ হয়; তাঁহার রমণীয়তা বর্ণনে আমি নিতান্ত অশক্ত; অধিক কি বলিব সেই জীবন সর্ব্বস্বরূপিণী বরকামিনীর সমাগম লাভ না হইলে আমার জীবন যাপন ভার হইবে।

নৃপতির বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে বিদূষক কহিল আপনার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে আমার প্রতীতি জন্মিল যে সেই প্রমদা বরাঙ্গরূপোপেতা বটে যে হেতুক

পুষ্প কমলিনীর মকরন্দপানে পরিতৃষ্ট মধুকর কদাপি পলাশ পুষ্পে আসক্ত হয় না এবং চূতাঙ্কুর সম্ভুক্ত হনপিয় কখন অম্রাতকে সন্তুষ্ট হয় না কিন্তু আপনি তাহার নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন আপনার প্রতি তাহার কি প্রকার চিত্তানুরাগ। রাজা কহিলেন প্রথমাবতীর্ণ যৌবনা ললনাগণ কদাপি স্পষ্টরূপে মদন বিকার প্রকাশ করে না কেবল ইঙ্গিত দ্বারা অনুরাগ ব্যক্ত করে। ঋষিতনয়া আমার পরিহাস কালে অবনতমুখী ও স্মেরাননা হইয়াছিলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া !! কুশাঙ্কুরে আমার চরণ ক্ষত হইল !! এই ছল করিয়া ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়াছিলেন এবং দ্রুমশাখা বিলগ্ন পরিচ্ছিন্ন বল্কল বিমোচন কৈতবে বিবৃত্তবদনা ও হইয়া ছিলেন বিশেষতঃ ভগবান কণ্বের ও এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে যে কন্যাকে অনুরূপভর্তৃভাগিনী করেন। বিদূষক কহিল তবে তৎসমাগম অতি দুর্লভ নহে আপনি কার্য্যান্তর ব্যপদেশ পুনর্ব্বার তপোবনে গমন করিয়া সেই বিদুষীর অভিলাষে গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ সম্পন্ন করুন।

রাজা ও বিদূষক এরূপ কথোপকথন করিতেছেন

এমত সময়ে দৌবারিক আসিয়া নিবেদন করিল আয়ুষ্মান্‌ দুইজন তাপস দ্বারে দণ্ডায়মান অনুমতি হইলে আপনকার সন্নিধানে আগমন করে। ভূপাল অনুমতি প্রদান করিলে প্রতীহারী তপস্বিদ্বয় সমভিব্যাহারে রাজসমীপে উপস্থিত হইল। তাপসদ্বয় হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক অবনীশ্বরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন হে দীর্ঘজীবিন আপনি জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এই সসাগরা সর্ব্বংসহার একাধিপতি হইয়া সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন আমরা আপনকার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের ছায়া আশ্রয় করিয়া চিরকাল নিরন্তরায়ে যজ্ঞহোমাদি সম্পাদন করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের উপকার ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম; অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ ভগবান্‌ কৌশিকের প্রার্থনানুসারে প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়কে রক্ষোবধার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমাদিগের তপোবন ভয়ঙ্কর নিশাচরগণের উপদ্রবে শঙ্কনীয় হইয়াছে। আপনি প্রতিবিধান না করিলে উপায়ান্তর নাই।

মুনি শিষ্যদ্বয়ের বাক্যাবসানে ধরাপাল মনে মনে চিন্তা করিলেন আমি রাক্ষসবধ কৈতবে সেই প্রিয় দর্শনারে দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট প্রণয় প্রসঙ্গ করিতে পারিব এবং মুনিগণও সন্তুষ্ট হইবেন। অতএব

ইহাঁদের প্রার্থনা পূরণকরা স্বার্থসাধন ও পরোপকার নিয়মের অনুসায়িক বটে। পরে তাপসদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন আপনারা অগ্রসর হউন আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। ঋষিদ্বয় কৃতকার্য্য হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পর দিন কুমুদিনীর জীবিতনাথ চরমাচল চূড়াবলম্বী হইলে উদীয়মান প্রভাকরের প্রভাতে পূর্ব্বদিক আলোকময়ী হইল। তাম্রচূড় সমূহ কলরব আরম্ভ করিল। বিহঙ্গগণ প্রদোষাধ্যুষিত বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে দিগ দিগন্তরে গমনের উপক্রম করিল॥ প্রাতরুত্থানশীল দ্বিজগণ উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি পাঠ করিতে করিতে সুরতরঙ্গিণী তীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুষ্মন্ত বিচিত্র পুষ্পপটোপশোভিত স্বর্ণ নির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর সেনাপতিকে আদেশ করিলেন অদ্য আমি তপোবনে গমন করিয়া অগ্নিহোত্রীদিগের যজ্ঞ হোমাদির বিঘ্ন [illegible]করণ করিব। [illegible] শীঘ্র [illegible]গমনোচিত আয়োজন কর।

সেনাপতি [illegible] অবিলম্বে সেনাগণকে [illegible] করিলেন। রাজা [illegible] দর্শনা[illegible] হুঙ্কার

কন্দর্শন নিমিত্তে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া চক্রে সারা-রোহণে পুণ্যাশ্রম সমীপে উত্তীর্ণ হইলেন। কৌরঙ্গেরা তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সংত্রাস প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিল। ঋষিগণ নিরুপায় হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিল। অনন্তর অনুচরগণকে হস্তিনা নগরে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়া তিনি একাকী ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তাপস তনয়ার আগমন প্রতীক্ষায় পূর্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে লতা ব্যবহিত হইয়া অবস্থান করিলেন।

অনতি বিলম্বে সসখীজনা শকুন্তলা তথায় উপস্থিত হইলেন রাজা দেখিলেন তাঁহার আর পূর্ব্বভাব নাই বিরহ বিকারে শরীর শীর্ণ হইয়া কন্যাকাভাবের অভাব হইয়াছে; হৃদয়স্থ মদনানল নিবারণের নিমিত্ত বক্ষঃস্থলে উশীরপরিমল লেপন করিয়া ভূজ-মৃণালে মৃণালবলয় ধারণ করিয়াছেন; অনসূয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া সজল নলিনীদলের তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই সেই মদন রোগের উপশম হইতেছে না বরঞ্চ যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন সমীরণ সহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ হইতেছে, রাজা প্রাণাধিক প্রিয়তমার এতাদৃশী অবস্থায় কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ইহার তত্ত্ব জানিতে বাঞ্ছা

তাঁহার নিকট স্বকীয় স্মরদশাজ্ঞাপক মদনলেখন প্রস্থাপন কর তাহা হইলে তিনি অবশ্য এখানে আসিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন যে হেতুক স্বভাবশীতল শারদীয় চন্দ্রাতপকে কেহ চন্দ্রাতপ-দ্বারা নিবারণ করিতে চেষ্টা করে না; আমরা নগেন্দ্র নন্দিনী ভগবতী কাত্যায়ণীর পূজাপদেশে হস্তিনা নগরে গমন করিয়া কৌশল ক্রমে নরেন্দ্র হস্তে পত্র প্রদান করিব। শকুন্তলা কহিলেন তোমরা যাহা কহিলে তাহা সুপরামর্শ বটে কিন্তু তিনি রাজা; তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে কতশত সুরূপিনী রমণী আছে তাঁহাদিগের সহিত অহোরাত্র প্রণয় কেলিকলাপে পরিতুষ্ট থাকিয়া মাদৃশী দীনামলীনা তপস্বি কন্যাকে অবশ্য অবজ্ঞা করিবেন।

রাজা এতাবৎ কালপর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে ব্যবহিত ছিলেন। শকুন্তলার বাক্য সমাপ্ত হইবা মাত্র আত্ম প্রকাশ করিয়া সানুনয় বচনে কহিতে লাগিলেন হে চারুশীলে তুমি যাহার নিকট হইতে অশঙ্কনীয়া অবমাননার শঙ্কা করিতেছ সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়োন্মুখ হইয়া নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়া আপনিই আসিয়াছে যে হেতুক রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করিয়া আত্মার্পণ করেনা মনুষ্যেরাই তাহা অন্বেষণ

সম্প্রদায় আপনাকে সমর্পণ করিলাম আপনি আমার পাণি গৃহীতা হইলেন।

অনন্তর উভয়ে প্রণয় প্রকাশ করিতেং সরিকস্থ মালিনী তরঙ্গকণবাহী গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চারে সুখাবহে বেতসলতামণ্ডপে কুসুমাসরণে উপবিষ্ট হইয়া বনদেবতাগণের সমক্ষে মালা বিনিময় করিলেন।

ক্রমেং সকল ভুবন প্রকাশক দিবাকর চরমশৈলের শিখরদেশ অবলম্বন করিলেন বন সকল শ্যামায়মান হইল। অম্বুজিনী ম্লানবদনা হইলেন। কুমুদিনী নিশানাথের উদয়াপেক্ষে সম্ভাষিনী হইলেন। চক্রবাক চক্রবাকী ভাবি বিরহশঙ্কায় শঙ্কাকুলা হইল। পতিসঙ্গলালসা তরুণীকুল বিবিধ প্রকারে বেশবিন্যাস করিতে লাগিল। বনবাসী তপস্বিগণ সন্ধ্যাবন্দনের নিমিত্তে মালিনীতটে গমন করিতে লাগিল। রাজা ও শকুন্তলা নবপ্রণয়ানুরাগে মুগ্ধ হইয়া পর্ণশালায় গমন করিলেন এবং গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ সম্পন্ন করিয়া বাক্‌পথাতীত আনন্দ প্রবাহে মগ্ন হইয়া কৌতুকে বিভাবরী যাপন করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল বিগত হইলে এক দিবস রাজা কহিলেন শকুন্তলে তুমি এমৎ রূপবতী কিন্তু বনকন্যা

সংসর্গে তোমার শোভাহানি হইতেছে আমি তো-
মাকে রাজধানীতে লইয়া যাইয়া স্বর্ণ পর্য্যঙ্কশায়িনী
ও পট্টদুকূল পরিধানা করিব সম্প্রতি অনেক দিনাবধি
সচিবহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তপোবনে পরম
সুখে কাল যাপন করিলাম এক্ষণে হস্তিনানগরে পুন-
র্গমন করিব তুমি অনুমতি প্রদান কর। শকুন্তলা
সাশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন আমার বস্ত্রালঙ্কারে
প্রয়োজন নাই স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিসেবাই পরম
ধর্ম্ম যে নারী মহামূল্য অলঙ্কারাদির স্পৃহাবতী হ-
ইয়া অক্ষম পতীকে অনাদর করে সে ইহলোকে
নিন্দাভাগিনী ও পরলোকে নরকভোগিনী হয় বিশে-
ষতঃ বিচিত্র বিভূষণ সমূহে বাস্তবিক সুখের লেশও
নাই। হে জীবিতনাথ আপনি অধীনার প্রতি অনু-
গ্রহ করিয়া এত দিন পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করি-
লেন এক্ষণে অকস্মাৎ কুলিশপাতের ন্যায় নিদারুণ
বাক্য শ্রবণে আমার হৃদকম্প হইল হে প্রাণেশ্বর যে-
মন সুধাকর বিরহে কৌমুদী; জলধর বিরহে ক্ষণপ্রভা
বৃক্ষ বিরহে বল্লরী ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে
পারে না তদ্রূপ পতি বিরহে পতিব্রতা রমণী তিলা-
র্দ্ধকাল ও থাকিতে পারেনা। রাজা কহিলেন হে
মৃগায়তলোচনে আমি পৃথিবীর প্রান্তভাগে অব-

স্থান করিলেও তোমার সুধাময় বদনকদাপি বিস্মৃত হইব না যেমন ভানুমান নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়াও কমলাকর পদ্মিনীর চিত্ত প্রফুল্ল করেন কুমুদবান্ধব দিগন্তরে বাস করিয়াও কুমুদিনীকে বিকচাননা করেন অতএব তুমি অকারণে চিন্তা করিয়া স্বকীয় মনকে সংক্লিষ্ট করিও না শকুন্তলা কহিলেন আপনি যাহা কহিতেছেন তাহা সত্য বটে তথাপি কি জানি যদি বিবিধ মণিরত্নশোভিনী শুদ্ধান্তবাসিনীগণের মুখাবলোকন করিয়া এই অনুগতা তপস্বিনীকে বিস্মৃত হন করেন যে হেতুক পুরুষের মন অতি কঠিন দেখ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা নগরে প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবন বাসিনী গোপ কামিনী দিগের প্রেম প্রণয় বন্ধন একেবারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন যে কুঞ্জের গামিনী শ্রীরাধিকার মান ভঞ্জনার্থে তিনি নিকুঞ্জকাননে গোপীবেশ ধারণকরিয়াছিলেন যাহার সঙ্গলালস হইয়া তিনি নিশিথ সময়ে কদম্বমূলে বংশীরব করিতেন সেই রাধিকা সাশ্রুনয়না বিকীর্ণকুন্তলা ধূলিধূসরকলেবরা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বনে২ ভ্রমণ করিলে ও তিনি একবার স্মৃতিপথ বর্ত্তী করেন নাই।

রাজা কহিলেন প্রিয়ে কোন প্রকার চিন্তা করিওনা

আমি অবিলম্বে তোমাকে রাজধানীতে লইয়া যাই-
বার নিমিত্তে লোক প্রেরণ করিব এবং অনুরাগের
নিদর্শন স্বরূপ এই অঙ্গুলিমুদ্রা প্রদান করিতেছি
এক্ষণে বিদায় হই।

ক্ষৌণীনাথ তপোবন হইতে প্রস্থান করিলে তপো-
বন দুহিতা উৎকনয়না ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া তাঁহার
রথকেতন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ক্রমেঃ তাহাও
দৃষ্টিপথাতীত হইলে চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্না দেখি-
লেন এবং নিরাশা হইয়া দুঃসহ শোক সাগরে নিমগ্না
হইয়া দলীভূত সহচরা চক্রবাকীর ন্যায় একাকিনী
কথঞ্চিৎ কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে শকুন্তলা কিয়ৎকাল অতিবাহন করিলেন
দিবানিশি বিমর্ষ থাকিতেন। তপস্বিনী ঋষি নন্দি-
নী গণের সহিত আর হাস্য পরিহাস করিতেন না,
আশ্রমের নবীন বৃক্ষ সকলে জলসেচন করিতে আর
ঔৎসুক্যবতী ছিলেন না [illegible] কেবল সখিদিগের
উপরোধে পুষ্পচয়ন নিয়োগ সম্পাদনার্থে করিতেন। যে
সকল স্থানে তিনি বাল্যাবস্থায় নির্ব্বিকার চিত্তে সম-
বয়স্কাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন সেই সকল স্থান
তাঁহার পক্ষে নূতনতর বোধ হইল বিশেষতঃ যে
মালিনীতটে যামিনীতে ভ্রমণ করিয়া শীতল সুগন্ধ

জগৎপ্রাণের মন্দ২ সঞ্চারে তাঁহার হৃৎপদ্ম প্রফুল্ল হইত যে পুষ্পবাটিকাতে প্রিয় সঙ্গে বাসকরিয়া রসা-রসপ্রমত্ত কোকিল কুলের কলরবে; পুষ্প পুলীর ভ্রমরাবলির মধুস্বরে গুণনিধির প্রসঙ্গতায়; বিপুল মানন্দানুভব করিতেন সেই নিম্নগাতীর ও সেই কেলি কানন পতি বিরহে তাঁহার পক্ষে বিষম ক্লেশকর হইয়া উঠিল। যখন সুরভিকাল সমপাগত হইলে বসুমতী প্রচণ্ড চণ্ডাংশুকরতাপিতা হইত এবং সংযোগি গণ উশীরাবৃত গবাক্ষসমূহশোভিত সুশীতল সৌধসঙ্কে বাস করিয়া পাতলবসনা চন্দন রসাভিষিক্ত পয়োধরা সুকোমল নিতম্বা সযৌবনা প্রমদাগণের সহিত বিনাশ শান্তি করিত তখন তিনি অসহ্যানিবহ হুতাশনে দগ্ধা হইয়া বিশেষ রূপে জ্বালাতন হইতেন। যখন জলদ পটল আকাশ মণ্ডলে কাদম্বিনী বিরাজমানা হইত এবং প্রফুল্ল কেতকীপুষ্পের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইত তখন তিনি মেঘনাদানুলাসিনী শিখণ্ডিনীকে উল্লাসবতী দেখিয়া প্রিয়বিয়োগপর্য্যুৎসুকা হইতেন। যখন শরৎকালে সমুপস্থিত হইলে চন্দ্রসূর্য্যাদি তেজস্বিগণ; সপ্তপর্ণ প্রভৃতি তরুগণ; কুমুদাদি জল পুষ্প সমূহ; অধিকতর শোভাশালী হইত তখনতিনি প্রিয়তমের শরচ্চন্দ্রসুধাংশুবদনভাবনা করিয়া

দিবাবিভাবরী যাপন করিতেন যখন হেমন্তকাল আ-
গত হইলে প্রাণিসমূহ নিরুদ্যম হইত এবং জায়াপতি
স্বরত প্রসঙ্গে নিশীথিনী যাপন করিত তখন তিনি
পতিচিন্তা সার করিয়া বিষণ্ণবদনে কাল হরণ করিতেন
যখন শিশিরাগমে পদার্থ মাত্রেই শোভাহীন হইত
তখন তিনি শিশির মথিতা কমলিনীর ন্যায় শোভা-
শূন্যা হইয়া কাল যাপন করিতেন। যখন ঋতুরাজ
বসন্ত সমাগমে স্বভাব নবভাব ধারণ করিত, সুস্নিগ্ধ
মলয়াচল সমীরণে জগৎসংসার প্রফুল্ল হইত তখন
তিনি পতিবিপ্রয়োগানলদহ্যমানা হইয়া চতু-
র্দ্দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেন।

এক দিবস শকুন্তলা উটজদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া
অনন্যচিত্তে পতিচিন্তা করিতেছেন। অনসূয়া ও প্রি-
য়ম্বদা সন্নিহিত পুষ্পবনে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। এম-
ন সময় সাক্ষাৎ অগ্ন্যবতার দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া অ-
তিথি সৎকার যাচ্ঞা করিলেন। শকুন্তলা অন্যমনস্কা
ছিলেন এই নিমিত্ত মহর্ষির প্রার্থনা তাঁহার কর্ণকুহরে
প্রবিষ্ট হইল না মুনিবর অবমাননা বোধে তৎক্ষণাৎ
অভিশাপ করিলেন যে তুমি নিতান্ত অভিনিবেশ পূ-
র্ব্বক যাহার চিন্তা করত মাদৃশ তেজঃপুঞ্জ অতিথিকে

হয় জানাকরিলে সে ব্যক্তি চেতিত হইয়াও তোমা-
কে স্মরণ করিবে না।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা পুষ্পোদ্যান হইতে শাপ-
বাক্য আকর্ণন করিয়া প্রিয়সখির ভাবি অমঙ্গল শ-
ঙ্কায় ভীত হইলেন। অনসূয়া দুর্ব্বাসার সম্মুখে ধাবন
করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ করপুটলে শকুন্তলার বৃত্তান্ত পূর্ব্বা-
পর সমস্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন মুনিবর প্রিয়সখি
আপনাকে অবজ্ঞা করেন নাই কেবল অনবধানতা
প্রযুক্তই এই ঘটনা ঘটিয়াছে। মুনিরাজ শান্তমূর্ত্তি
হইয়া কহিলেন আমি যাহা কহিয়াছি তাহার অন্য-
থা হইতে পারেনা তবে এই মাত্র অনুগ্রহ করিতেছি
যে শকুন্তলা যদি রাজদত্ত কোন চিহ্ন দেখাইতেপারে
তাহা হইলেই তাঁহার স্মৃতি পথারূঢ়া হইতে পারি-
বেন।

দুর্ব্বাসাঃ তপোবন হইতে প্রস্থান করিলে অনসূয়া
প্রিয়ম্বদাকে কহিলেনঃ সখি শকুন্তলা একে স্বভাবতঃ
প্রকৃতি কোমলা তাহাতে পতিবিরহে নিতান্ত কাতরা
অতএব এই সকল বিবরণ তাঁহার কর্ণ গোচর করা
অবিধেয় এক্ষণে গোপনে রাখা যাউক পরে বিধাতা
যাহা করেন তাহাই হইবে প্রিয়ম্বদা কহিলেন ইহা
নিতান্ত শোকের বিষয় নহে যে হেতুক রাজা স্বহস্ত

যৎকালে আমাদিগের ধর্ম্মকানন হইতে প্রস্থান ক-
রেন তখন রোরুদ্যমানা শকুন্তলাকে একটি স্বনামা-
ঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে ২ তাঁহারা পর্ণকুটিরে
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে শকুন্তলা বামকরতলে
বদন অর্পণ করিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দ-
হীনা হইয়া রহিয়াছেন ইহাতে করুণার্দ্রা হইয়া কহি
তে লাগিলেন প্রিয়সখি তুমি সর্ব্বদা চিন্তা কর কেন
রাজা অচিরাতেই তোমাকে রাজধানীতে লইয়া
যাইবার নিমিত্তে লোক প্রেরণ করিবেন। তিনি তো-
মার প্রকার অনুরাগ দর্শাইয়াছেন তাহাতে এত
অল্পদিনের মধ্যে বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝি
কোন গুরুতর কার্য্যাপরোধে বিলম্ব হইতেছে।
শকুন্তলা তাহাদিগেরবাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনাব-
লম্বিনী হইলেন এবং প্রতিবচন প্রদানে অসমর্থা
হইয়া এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনোদাহ
প্রকাশ করিলেন।

পরে কুলপতি কণ্বমুনি সোমতীর্থ হইতে প্রত্যা-
গত হইয়া দুহিতার পরিণয় বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপর সমস্ত
বিজ্ঞাত হইলেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বৈরক্তি প্রকাশ
না করিয়া কহিলেন॥ বৎসে যাহা করিয়াছ তাহাকে

আমি সন্তুষ্ট হইলাম যে হেতুক কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বরসাৎ করা পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশেষতঃ রাজা দুষ্মন্ত অত্যন্ত সুধীর ও নীতি পরায়ণ। তাঁহার সুবিচারে প্রজাবর্গ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট। তাঁহার অধিকারে বাস করিয়া আমরা নিরুপদ্রবে যজ্ঞাদি সমাপন করিয়া থাকি। অতএব তাদৃশ মহাজনের প্রিয়পাত্র হওয়া কন্যার পক্ষে শুভাদৃষ্টের ফল কহিতে হইবেক।

ক্রমে২ বহুকাল অতীত হইল। রাজা দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি শকুন্তলার নিকট বার্ত্তা মাত্র প্রেরণ করিলেন না। শকুন্তলা পূর্ব্বে অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছিলেন অপর প্রসব কাল সন্নিকৃষ্ট হইল কণ্বমুনি কন্যাকে দোহদলক্ষণা ও অহোরাত্র বিরস বদনা দেখিয়া মনে২ বিবেচনা করিলেন যে যুবতী কন্যা পিতৃসদনে রাখা অবিধেয়; তাহাতে লোকাপবাদ ও কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে যে স্বাতন্ত্র্য; পিত্রালয়ে বাস; যাত্রা অথবা উৎসবাদিতে গমন; পতির বিদেশ বাস প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশের মূল অতএব কন্যা বয়স্থা হইলে তাহাকে পতি ভবনে প্রেরণ করা যুক্তি সিদ্ধ।

যে পিতা মাতা তরুণী তনয়াকে পরিণীতা না করেন অথবা পতি বিরহ কাতরা দয়িতাকে পতিভবনে প্রেরণ না করেন তাঁহারা প্রাক্তন ঋষিগণ প্রণীত শাস্ত্রের ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন দোষে পরিণামে নিরয়গামী হন।

এই সকল বিবেচনা করিয়া কণ্বমহর্ষি আপনার বর্ষীয়সী গৌতমী এবং শারঙ্গরব ও সারদ্বত নামা দুইজন শিষ্যকে আদেশ করিলেন তোমরা শকুন্তলাকে রাজার নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কহিবে॥ আপনি তপোবনে আমাদিগের গুরুকন্যাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন অধুনা তাঁহাকে সহধর্ম্মচারিণী করুন॥। সারঙ্গরব ও সারদ্বত অধ্যাপকের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গমনের সজ্জাদি করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা যে প্রিয়তমের বিয়োগানলে নিরন্তর সন্তপ্তা ছিলেন; তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলন আশায় যদিও হৃষ্টচিত্তা হইলেন; তথাপি যে সকল সমবয়স্কা তাপসাঙ্গনাগণের সহিত তাঁহার শৈশবাবধি অকপট সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল; এবং যাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে সহায়তা হইয়া স্রোতস্বতীতীরে সৈকতবেদিকা নির্ম্মাণ করিয়া

বাল্যক্রীড়া করিতেন; তাঁহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিতা হইলেন।

পরে একে২ অরণ্যবাসিনী ঋষিকামিনীগণের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। তাহাতে তাঁহারা কেহ রাজার হৃদয়ে সতত বিরাজমানা হও; কেহ সর্ব্বগুণাকর তনয়জননী হও; এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং কণ্বমুনি যদিও ইহলোকের বিনশ্বর পদার্থমাত্রেই বিগতস্পৃহ ছিলেন; তথাপি জনকজননী পরিত্যক্তা শকুন্তলাকে একাল পর্য্যন্ত কন্যাভাবে লালন পালন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে বাৎসল্য রসের আবির্ভাব হইয়াছিল।

এক্ষণে তিনি তাঁহাকে পতিসমীপে গমনোদ্যতা দেখিয়া নানা প্রকার খেদ করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা [illegible] হইয়া মুনি চরণে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, যযাতি রাজার শর্ম্মিষ্ঠা নাম্নী পত্নী যেমন প্রেয়সী হইয়াছিলেন তদ্রূপ তুমি ও পতির প্রীতিভাজন হইয়া এক রাজরাজেশ্বর পুত্র প্রসব কর।

অনন্তর শকুন্তলা ক্ষৌমাংশুক পরিধানা ও অলঙ্কৃতা হইয়া মুনিশিষ্য সমভিব্যাহারে হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা রোদন করিতে

করিতে দূর্ব্বাদল ও তীর্থ মৃত্তিকাদ্বারা প্রিয়সখীর মঙ্গল সমাপন বিধান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। মুনিবরও স্নেহবশতঃ তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন এবং অরণ্যের বৃক্ষশ্রেণী সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে তরুগণ যিনি তোমাদিগের আলবাল পরিপূরণ না করিয়া কদাপি জলগ্রহণ করিতেন না; যিনি তোমাদিগের প্রতি স্নেহাতিশয় প্রযুক্ত কর্ণপূরার্থে কিসলয় গ্রহণ করিতে পারিতেন না; এবং তোমাদিগের প্রথমোদ্গম সময়ে সর্ব্বাগ্রে যাহার উৎসব হইত। সেই শকুন্তলা অদ্য তপোবন পরিত্যাগ করিয়া স্বামিসদনে গমন করিতেছেন; তোমরা সকলে অনুমতি কর।

এই রূপে সকলে বিদায়মান হইয়া কতকদূর গমন করিয়া এক সরসীতীরে উপনীত হইলেন; এবং তথায় এক ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। কণ্বমুনি শার্ঙ্গরবকে কহিলেন বৎস তুমি শকুন্তলাকে রাজার নিকট উপস্থিত করিয়া এই কথা বলিবে যে তপস্যা মাত্র আমাদেরধন; আর আপনি অতিসদ্বংশজাত; এবং আপনার প্রতি শকুন্তলার নৈসর্গিকী প্রণয় প্রবৃত্তি হইয়াছিল এই সকল বিবেচনা করিয়া অন্যান্য স্ত্রীর প্রতি যাদৃশ অনুরাগ করে

ইহার প্রতি তাদৃশ কৃপাপাঙ্গপাত করিবেন। অতঃ
পর দৈববশতঃ যে অশুভ ঘটে তাহা সুহৃদগণের
প্রার্থনীয় নহে। এবং শকুন্তলাকে কহিলেন; বৎসে
আমার উপদেশ শ্রবণ কর; গুরুজনের শুশ্রূষা করিবে
সপত্নীগণের সহিত ঈর্ষা ও কলহ করিবে না; স্বামী
কোন কারণবশতঃ প্রতিকূল হইলেও অভিমানিনী
হইবে না। এপ্রকার সদাচরণ করিলে কুলবধূগণ
কুললক্ষ্মী রূপে গণনীয় হয়। এইরূপ উপদেশ প্রদান
করিয়া মহর্ষি নয়ননীরে অভিষিক্ত হইয়া তনয়াকে
আলিঙ্গন করিলেন। শকুন্তলা কহিলেন তাত আমি
আপনকার অঙ্কচ্যুত হইয়া মলয়মহীধর হইতে
উন্মূলিত চন্দনলতার ন্যায় দেশান্তরে কি প্রকারে
প্রাণধারণ করিব। মুনিবর কহিলেন বৎসে আকু-
লা হইও না, তুমি ভর্তার আলয়ে গমন করিয়া
তথায় মহৎপরিজন বেষ্টিতা হইয়া কাল যাপন করিবে
ঐশ্বর্য বিভবান্বিত নরেশ্বরের প্রিয়মহিষী হইয়া
সর্বদা গৃহকার্যে ব্যাপৃতা থাকিবে; এবং কালক্রমে
তরুণগতি অরুণের ন্যায় তেজস্বান এক তনয় প্রসব
করিয়া আমার বিরহজনা শোক বিস্মৃত হইবে।

তদনন্তর শকুন্তলা অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে আলি-
ঙ্গন করিলেন। তাঁহারা অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রিয়সখীকে

সম্ভাষ করিয়া কহিল; প্রিয়সখী আমরা আজন্ম কাল তোমার সহিত একত্র বাস করিলাম তুমি শৈশবাবধি আমাদিগের সহিত একত্র শয়ন; একত্র উপবেশন; ও একত্র বৃক্ষসেচন করিতে। সখি তুমি কি সেই কাল একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ যখন আমরা অন্যান্য ঋষিনন্দিনী গণের সহিত একত্র হইয়া মালিনী তীরে কন্দকলীলা করিতাম এবং কৃত্রিম প্রতিমা নির্মাণ করিয়া নানা প্রকার কৌতুকে কাল হরণ করিতাম। দেখ তোমার অন্যত্র গমনে আকুল কুরঙ্গী কুশকবল উদ্গার করিতেছে ময়ূরী আকুল হইয়াছে এবং বনলতা সকল গলিত পত্র পরিত্যাগ ছলে তনুত্যাগ করিতেছে। যাহাহউক; এক্ষণে এই মাত্র অভিলাষ করি যে স্বামীর প্রিয়পাত্র হও; কিন্তু যদি দৈবাধীন মহারাজ তোমাকে সহসা চিনিতে না পারেন তবে রাজদত্ত তন্নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দেখাইবে; তাহা হইলেই তিনি তোমাকে চিনিতে পারিবেন॥ শকুন্তলা কহিলেন সখি এই কথায় আমার অন্তঃকরণ সংশয়াপন্ন হইল; তোমাদের এই কথা কহিবার তাৎপর্য্য কি। সখীদ্বয় কহিল ইহাতে কোন নিগূঢ়তা নাই স্নেহ প্রযুক্ত সন্দেহ মাত্র।

এই প্রকার কথোপকথন কালে শারঙ্গরব কহিলেন

উপাধ্যায় বেলা হইয়া উঠিল অতএব আপনারা এই স্থান হইতে প্রতিগমন করুণ। শকুন্তলা পুনর্ব্বার পিতৃচরণে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন। তাত আপনি তপোবন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া বীতচিন্তহইবেন কিন্তু আমি সতত উদ্বিগ্নচিত্তা থাকিব। মুনিবর কহিলেন বৎসে আমি উটজদ্বারে তোমার দ্বারা রচিত নীবারবলি নিরীক্ষণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে সমর্থ হইব না। শকুন্তলা কহিলেন আমি কত কাল পরে এই তপোবনে পুনরাগমন করিব। মুনিরাজ নয়নবারি নিবারণে অসমর্থহইয়া উত্তরকরিলেন। বৎসে তুমি আসমুদ্র করগ্রাহী বসুধাধিপতির সহধর্ম্মিণী হইয়া যথাকালে দুষ্মন্ত রাজার সদৃশ এক সর্ব্বগুণোপেত কুমার প্রসব করিয়া তাহাকে রাজ্যভারার্পণ করিয়া [illegible] নিশ্চিন্ত স্বামি সঙ্গে পুনর্ব্বার এই আশ্রমে আগমন করিবে। সম্প্রতি শুভযাত্রা কর। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ। ইহা বলিয়া সকলে স্ব২ উদ্দেশ্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

শার্ঙ্গরব সারদ্বত এবং গৌতমী শকুন্তলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কতিপয় দিবসগমন করিয়া হস্তিনানগরে উপনীত হইলেন। এবং শক্রাবতার নামক প্রসিদ্ধ স্থানে শচীতীর্থের সুস্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন

করিলেন স্নানকালে। শকুন্তলার অঙ্গুলি হইতে রাজ দত্ত অঙ্গুরীয়ক পরিভ্রষ্ট হইয়া অগাধ নীরে পতিত হইল। তিনি প্রাণনাথের সহমিলন আশায় নিতান্ত ব্যগ্রচিত্তা ছিলেন একারণ তাঁহার সকল দুঃখের মূল স্বরূপ ঐ ঘটনাতে অনবধানা ছিলেন।

অনন্তর স্নান পূজা সমাপন করিয়া সকলে একত্র হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানকে কহিল আমার কণ্বমুনির আদেশানুসারে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। রাজার নিকট কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে। অতএব তাঁহাকে সমাচার দেও।

দৌবারিক রাজসমীপে নিবেদন করিল যে মহা রাজ হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকাবণ্যবাসি তপস্বি গণ কণ্বমুনির সন্দেশ গ্রহণ করিয়া স্ত্রী সমভিব্যাহারে আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। অতএব যাহা আজ্ঞা হয়। রাজা সস্ত্রীক কণ্ব শিষ্যগণের আগ মন সংবাদে বিস্ময়াপন্ন হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে পুরোহিতকে কহ তিনি ঋষিগণকে যথোচিত সম্মান করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইসেন আমিও উপযুক্ত স্থানে গমন করিতেছি। দৌবারিক যথোক্ত

প্রকারে আজ্ঞাপ্ত হইয়া প্রস্থান করিলে রাজা নির্দ্ধা-
রিত স্থানে গমন করিয়া মুনিগণের আগমন প্রতীক্ষা
করিতে লাগিলেন এবং ঋষিনন্দিনীগণের আগমনের
কারণ বুঝিতে না পারিয়া বেত্রবতী নামী সমীপ-
বর্ত্তিনী পরিচারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বেত্র-
বতী ভগবান কণ্ব কি প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে
শিষ্যগণকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কোন
দুরাচার রাক্ষস আসিয়া কি তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণের
বিঘ্ন করিয়াছে অথবা আশ্রম নিবাসিগণের প্রতি
অত্যাচার করিতেছে। বেত্রবতী কহিল আপনকার
ভুজদণ্ড প্রতাপে সকলেই সশঙ্ক। এমৎ কেহ নাই যে
তাহারদের প্রতি কোন অন্যায়াচরণ করে। অতএব অনু-
মান করি যে তাপসগণ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে আসিয়া থাকিবেন।

অবনীনাথ* এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন
এমত সময়ে পুরোহিত ও কঞ্চুকীর সহিত শকুন্তলা
ও তাঁহার সহচরগণ তথায় উপস্থিত হইল। তৎকালে
শকুন্তলার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দমান হইল। তিনি ভীতা
হইয়া গৌতমীকে জানাইলেন। গৌতমী প্রিয়বচনে
সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন বৎসে তোমার অমঙ্গল
নিরাকৃত হইয়া সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক। পরে সকলে

একত্র হইয়া রাজসম্মুখে সমুপাগত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে বহুমান পুরঃসর কুশাসনে উপবেশন করাইলেন এবং শকুন্তলাকে দর্শন করিয়া দ্বারপাল-কে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তপোধন গণের মধ্যে এই অবগুণ্ঠনসম্বীতা ঈষৎ প্রকাশিত লাবণ্য অঙ্গনা কে? দৌবারিক কহিল মহারাজ এই নারী দর্শন যোগ্য বটে। রাজা কহিলেন পরস্ত্রী সুন্দরী হইলেও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা বিধেয় নহে।

অনন্তর রাজপুরোহিত কহিলেন মহারাজ ঋষিদি-গের কিছু বক্তব্য আছে মহারাজের শ্রবণীয় বটে। রাজা কহিলেন কি আছে বলুন আমি শ্রবণাভিলাষী হইলাম। রাজার অনুমতি পাইয়া শার্ঙ্গরব অগ্র-সর হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। যিনি এই [illegible] জল, উদ্ভিজ্জরূপ ত্রিবিধ [illegible] পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া সকল প্রাণিকে সমভাবে প্রতিপালন করিতে-ছেন। যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দিবাকর সপ্তাশ্বযো-জিত রথ আরোহণ করিয়া নিরূপিত সময়ে গগনমার্গে ভ্রমণ করেন। যাঁহার আদেশানুসারে নিশাকর অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র মণ্ডলে বিরাজমান হইয়া স্ব স্ব নিয়োজিত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন। বিহ-ঙ্গমগণ উড্ডীয়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যাঁহা

প্রশংসা প্রচার করে। যাঁহার অসীম মহিমা ও অদ্ভুত কৌশল এই জগতের প্রত্যেক অংশেই দেদীপ্যমান আছে। যোগিগণ যোগাসনে অধ্যাসীন হইয়া শীর্ণপর্ণাশনে যাঁহার ধ্যান করে। যাঁহার কল্যাণকর নিয়মের অনুযায়ী গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্তপ্রভৃতি ঋতুগণ পর্য্যায়ক্রমে ধরাতলে আবির্ভূত হয়। সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ নিরাকার নিরঞ্জন পরমেশ্বর আপনাকে দিগ্বিজয়ী করুন। সম্প্রতি আমাদিগের আচার্য্য ভগবান কণ্বমুনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে আপনি তাঁহার তনয়াকে প্রচ্ছন্নভাবে বিবাহ করিয়াছেন তাহাতে তিনি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব অধুনা সেই গর্ভভারমন্থরা ধর্ম্মপত্নীকে সহধর্ম্মাচরণার্থে গ্রহণ করুন। গৌতমী কহিলেন মহারাজ ইনিও গুরুজনের অনুমতি অপেক্ষা করেন নাই এবং আপনিও বন্ধুবর্গের পরামর্শ অপেক্ষা করেন নাই অতএব আপনাদের পরস্পর চরিত্র বিষয়ে আপনারাই প্রমাণ।

রাজা পূর্ব্বে যে শকুন্তলাকে ধর্ম্মারণ্যে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কিছুমাত্র স্মরণ ছিল না; অতএব শার্ঙ্গরব ও গৌতমীর ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে বিস্মিত

হইয়া কহিলেন; তোমরা কি করিতেছ? তোমাদের
এই সকল কথা অলীক গল্পের ন্যায় বোধ হইতেছে।
শকুন্তলা মনে২ কহিলেন হা ধিক! রাজার বদনভঙ্গি-
দ্বারা বোধ হইতেছে ইনি আমাকে ঘৃণা করিতে-
ছেন। শারঙ্গরব কহিলেন কি? আমাদের কথা আপ-
নার উপন্যাস বোধ হইল কিন্তু আপনিই ইহার পূর্ব্বা
পর বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন। যাহা হউক কুলকামি-
নী যদিও পতিব্রতা হয় তথাপি পিতৃমন্দিরে বাস
করিলে লোকনিন্দা হইবার সম্ভাবনা; এই নিমিত্তে
বন্ধুজনেরা তাহাকে পতিসমীপবর্ত্তিনী করেন। রাজা
কহিলেন কি আমি এই কন্যাকে পূর্ব্বে বিবাহ করি-
য়াছি। শকুন্তলা এই বাক্যে নিতান্ত শঙ্কাকুলা হইয়া
মনে করিলেন হে বিধাতঃ তোমার মনে এই ছিল।
মনোমধ্যে যে আশঙ্কা হইয়াছিল তাহাই ঘটিল।
কিন্তু তুমি অন্তর্যামী যদি আমি যথার্থ সতী হই তবে
এই কথার নিমিত্তে রাজাকে অনুতাপ করিতে হই-
বেক। শারঙ্গরব কহিলেন প্রথমে কোন কার্য্য করিয়া
পশ্চাৎ তাহার প্রতি অনাদর করা রাজার উচিত
নহে। রাজা বলিলেন আপনি কি নিমিত্তে
আমার প্রতি এই মনঃকল্পিত দোষারোপ ক-
রিতেছেন। শারঙ্গরব ক্রোধভাবে উত্তর করিলেন।

ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ত মানবগণের প্রায় এই সকল বিকার হইয়া থাকে। রাজা কহিলেন আপনার অনর্থক কষ্ট কহিবার প্রয়োগে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। উভয়ের এই প্রকার বাক্‌বিতণ্ডা কালে গৌতমী কহিলেন বৎসে লজ্জিতা হইও না আমি তোমার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করি তাহা হইলেই রাজা তোমাকে চিনিতে পারিবেন। গৌতমী উন্মোচন করিলে রাজা শকুন্তলার মনোহর মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি ইঁহাকে পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি কি না তাহা স্মরণ হইতেছে না কিন্তু যেমন মধুকর প্রভাত সময়ে শিশির সম্পৃক্ত বিকসিত কুন্দপুষ্প মধু সম্ভোগ করিতেও পারে না, পরিত্যাগও করিতে পারে না, তাদৃশ এই প্রকার পঙ্কজমুখী পঙ্কজনয়না ললনাকে গ্রহণ করিতেও পারি না ত্যাগ করিতেও পারি না। রাজা মৌনভাবে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ ইহার বদন কি আপনার পূর্ব্ব দৃষ্ট নহে। রাজা বলিলেন আমি মনোমধ্যে নানা প্রকার আলোচনা করিয়াও কোনকালে ইহার পাণি গ্রহণ করিয়াছি তাহা স্মরণ হয় না; অতএব এই অভিব্যক্ত সুলক্ষণা অঙ্গনাকে ভার্য্যাভাবে গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়

কুলে কলঙ্ক করিতে পারি না। শারঙ্গরব উত্তর করি-
লেন। মহারাজ কণ্বমুনি আপনার বস্তু আপনাকে
প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব ইহাকে
গ্রহণ না করিলে মহর্ষিকে অবজ্ঞা করা হয়। শারদ্বত
কহিলেন শারঙ্গরব আর বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন
নাই; আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা বলা হইয়াছে
এক্ষণে শকুন্তলা প্রতিবচন প্রদান করুন।

শকুন্তলা মৌনভাবে নৃপতির নিষ্ঠুর বাক্য আকর্ণন
করিয়া মনেং বিবেচনা করিলেন যে রাজা যে সকল
কথা কহিলেন ইহাতে আর পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাই-
লে কি ফল হইবে। তথাপি আপনাকে বিশুদ্ধ
করিবার নিমিত্তে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। এই নিমিত্তে
প্রথমে হে স্বামিন্ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভাবিতে
লাগিলেন যে যাহার পরিণয় বিষয়ে সন্দেহ হইল
তাহার প্রতি এই সমুদাচার অযুক্ত অতএব পুনর্ব্বার
কহিলেন হে পৌরব আপনি কি সমুদয় বিস্মৃত হই-
য়াছেন; পূর্ব্বকালে আপনি অরণ্যে পর্য্যটন করিতে
আমাদিগের তপোবনে গমন করিয়াছিলেন তথায়
যে আপনার শুশ্রূষা করিয়াছিল। যাহার মুখাবলো-
কন করিয়া আপনি প্রণয়নীরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন
যাহার নিকট পুণ্যক্ষেত্রে শপথ করিয়াছিলেন যে

হইয়া থাকিবেক। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন এ কেবল স্ত্রীজাতির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মাত্র।

শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ উপহাস করিও না বিধাতা আমার প্রতি নিতান্ত প্রতিকূল এই নিমিত্তে এই সকল ঘটিয়াছে। এক দিবস মালিনীতীর সন্নিহিত বেতসলতামণ্ডপে আমরা উপবিষ্ট ছিলাম তৎকালে এক পিপাসাকুল কুরঙ্গশাবক তথায় উপস্থিত হইলে আপনি কৃপা করিয়া করস্থিত পদ্মপত্রপুট হইতে তাহাকে জলপান করাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আপনি অপরিচিত বলিয়া সে জলপান করিল না। পরে আমার হস্ত হইতে অনায়াসে পান করিল। তাহাতে আপনি কৌতুক করিয়া কহিলেন [illegible] স্বজনকে বিশ্বাস করে যেহেতুক তোমরা উভয়েই এক অরণ্যে বাস কর। রাজা কহিলেন তাহা। বামনয়না-গণ এই প্রকার স্বকার্য্য সাধক মধুর বচন [illegible]-কের চিত্তাকর্ষণ করে। গৌতমী কহিলেন মহারাজ এমত অসঙ্গত কথা কহা উচিত নহে। যাহারা তপোবনে বাস করে তাহারা ছল চাতুরীতে অনভিজ্ঞ। রাজা কহিলেন হে তাপসবৃদ্ধে [illegible] কোকিল[illegible] অপত্যসমূহের অন্তরীক্ষগমনের পূর্ব্বে অন্য পক্ষি-দ্বারা তাহাদিগকে প্রতিপালন করে। অতএব পরি-

বোধবতী প্রতীপ দর্শিনীগণের স্বভাবতঃ কুহকবিষয়ে পটুতা হইবার আশ্চর্য্য কি। শকুন্তলা বোধবতী হইয়া উত্তর করিলেন তুমি আপনার ব্যবহার দ্বারা সকলের আন্তরিকভাব লক্ষ করিতেছ তোমার ন্যায় তৃণাচ্ছন্ন কূপোপম ধর্ম্মকঞ্চুক, কপটোপদেশী কে আছে। রাজা কহিলেন দুষ্মন্ত রাজার চরিত্র প্রজাবর্গ সমীপে প্রখ্যাত আছে তুমি অকারণে দোষারোপ করিলে আমার কি ক্ষতি হইবে। শকুন্তলা কহিলেন লোকে-সর্ব্বধর্ম্মের বৃত্তান্ত তোমরাই জ্ঞাত আছ; কিন্তা-ক্তে জ্ঞান বিহীনা বনিতা গণ তাহার কি জানিবে। যাহা হউক এক্ষণে কন্যা সাধিনী হইয়া তোমার নিকট পণ্যাঙ্গনা রূপে গণিতা হইলাম মহারাজ এ তোমার কেমন ধর্ম্ম যে পতিপ্রাণা কুলবতীকে বিনা দোষে পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে যে অ-বলা কুলবালা বহুদোষশালিনী হইলেও ক্ষন্তব্যা। তুমি রাজ্যেশ্বর তুমি যাহা কর তাহাই শোভা পায়। মনে করিয়াছ কেহ দমনকর্ত্তা নাই। কিন্তু চরাচর-ব্যাপী পরমেশ্বর সকল দর্শন করিতেছেন তিনি যথা-র্থ বিচার করিবেন। যদি আমি কোন অপরাধে অপরাধিনী হইয়া থাকি তবে তদনুসারে দণ্ডবিধান করিবেন। হে অবনীপাল বিবাহিতা ভার্য্যাকে পরি-ত্যাগ করিলে অনেক বিপদ ঘটে। দেখ ইক্ষাকু-

চেষ্টা করে। অতএব মহারাজ আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমি তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না। বিশেষতঃ মদীয় গর্ভে তোমার ঔরসজাত সন্তান আছে। লোকে পুত্র কামনায় নানাবিধ যজ্ঞ, হোম, ব্রত ও দানাদি করে। দিলীপ রাজা তনয়াভিলাষে স্বীয় ধর্মপত্নী সুদক্ষিণা সমভিব্যাহারে কুলাচার্য্য বশিষ্ঠ মুনির নন্দিনী নামী ধেনুর সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি গর্ভবতী সহধর্মিণীকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ।

শকুন্তলা বিনয় পূর্ব্বক এই সকল কথা কহিলেও রাজার হৃদয় দয়ার্দ্র হইল না। গৌতমী কহিলেন বৎসে তুমি কি প্রকারে এই কঠিন হৃদয় পুরুষের মিষ্ট বাক্যে প্রত্যয় করিয়াছিলে। রাজা কহিলেন তোমরা এই কামিনীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আমাকে কেন দোষী করিতেছ; আমি ইহার কিছুই জানি না। শার্ঙ্গরব কহিলেন যাহারা জ্ঞানে শাঠ্য করে তাহাদিগের কথা বিশ্বাস্য নহে আপনার কথা বিশ্বসনীয় কি প্রকারে হইতে পারে। যাহা হউক আমরা গুরুনিয়োগ সম্পন্ন করিলাম এক্ষণে আপনি পত্নীকে গ্রহণই করুন পরিত্যাগই করুন; ভার্য্যাতে পরিণেতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। এই বলিয়া শার্ঙ্গরব প্রস্থানোদ্যত হইলেন। শকুন্তলা রোদন করিতে২ তাহাদিগের পশ্চাৎ২ চলি-

জান। শারঙ্গরব কহিলেন তুমি কি নিমিত্তে আমা-
দিগের সহিত গমন করিতেছ, যদি রাজা যাহা কহি-
লেন তাহা যথার্থ হয় তবে তুমি অসতী; তোমাতে
আমাদিগের প্রয়োজন কি; এবং যদি আপনার শুচি
ব্রত জান তবে স্বামিগৃহে তোমার দাসীর ন্যায় অব-
স্থান ও শ্রেয়স্কর। রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন হে তপ-
স্বীগণ, যাঁহারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বিষয়ে যত্নবান তাঁহা-
দিগের পরজায়া সঙ্গ পরাঙ্মুখ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ।
শারঙ্গরব উত্তর করিলেন যে ব্যক্তি ধর্ম্মভীরু তাঁহার
এরূপ সংশয় বশতঃ বিস্মৃত হইয়া দারপরিত্যাগ করা
উচিত নহে। রাজা কহিলেন ভাল আপনি শাস্ত্রজ্ঞ;
বিবেচনা করুন আমি বিস্মৃত হইয়াছি কি ইনি মিথ্যা
কহিতেছেন এমত সংশয় স্থলে দারত্যাগী হইব কি
পরস্ত্রী স্পর্শ পাতকী হইব।

এই প্রকার কথোপকথনের পর রাজপুরোহিত
বিবেচনা করিয়া কহিলেন মহারাজ এই অঙ্গনা প্রস-
বকাল পর্য্যন্ত আমার আলয়ে অবস্থান করুন যে
হেতুক আপনারপ্রতি পূর্ব্বে দেবগণের আদেশ হই-
য়াছিল যে তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত
হইবে। অতএব মুনিদৌহিত্র যদি তাদৃশ হয় তবে
মঙ্গলাচরণ করিয়া ইহাঁকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাই-
বেন নতুবা ইহাঁর পিত্রালয়ে গমনই স্থিরীকৃত আছে।
রাজা কহিলেন আপনি যাহা বিবেচনা করেন তাহা করুন

পুরোহিত রাজার অনুমতি পাইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন "বৎসে আমার সহিত আইস।" শকুন্তলা অধোমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন "হে পৃথিবী তুমি বিদীর্ণা হইয়া আমাকে গর্ব্ভে স্থান দান কর!! আমি এ অপমান সহ্য করিতে পারি না।" এবং অগত্যা রাজপুরোহিতের পশ্চাৎ২ চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক নদীতটে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে কথিত আছে যে শকুন্তলা বিশ্বামিত্র ঋষির ঔরসে মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মেনকা তাঁহাকে প্রসব করিয়া বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। কিন্তু অদ্য তিনি স্বগর্ভজাতা এ প্রকার বিরহিণী দেখিয়া স্নেহবতী হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বিমানারোহণে হেমকূট শিখরে ভগবান্ কশ্যপ মহর্ষির আশ্রমে উত্তীর্ণ হইলেন। রাজপুরোহিত ও তত্রস্থ অন্যান্য লোক সকল এই আশ্চর্য্য ব্যাপারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব বাসস্থানে গমন করিলেন।

শকুন্তলা স্বর্গালয়ে অবস্থান করিয়া নিরূপিত কালে এক চক্রবর্ত্তিলক্ষণোপেত তনয় প্রসব করিলেন। কশ্যপমুনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী অদিতি তাঁহার প্রতি সাতিশয় যত্ন ও স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনি মলিনবসনা; শুষ্কশীলা ও স্থণ্ডিলশায়িনী হইয়া প্রিয়তমের বিরহব্রত পালন করিতেন। কিয়ৎকাল পরে কেন

আরম্ভ করিয়াছে তাহারা দেবরাজের অবধ্য অতএব আপনি অবিলম্বে শরাসন গ্রহণ করিয়া আমার সহিত অং যান আরোহণ করুণ। রাজা কহিলেন আমি দেবর্ষি নারদ প্রমুখাৎ দনুজগণের বৃত্তান্তশ্রুত আছি। অধুনা তাহাদিগের দৌরাত্ম্যের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।

অনন্তর রাজা মহেন্দ্রসুত সমভিব্যাহারে দেবলোকে যাইয়া শুক্রশিষ্য গণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিলেন। পরিশেষে দৈত্যগণ পরাভূত হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে অপক্রম করিল। ভূপাল বৈরনির্যাতন সম্পন্ন করিয়া ত্রিদশাধিপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন শচিপতি পরিতুষ্ট হইয়া তাহার সম্মানার্থে অমরগণের সমক্ষে অৰ্দ্ধ আসনে উপবেশন করাইয়াগলদেশে পারিজাত পুষ্পের মালা প্রদানকরিলেন। তৎকালে বিদ্যাধরীগণ চামর ব্যজন করিতে লাগিল। মিশ্রকেশী; তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্নরীগণ পঞ্চস্বরে গানারম্ভ করিল এবং গন্ধর্ব্ব গণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর রাজা মর্ত্তলোকে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার মাতলির সহিত আকাশযানে আরোহণ করিলেন এবং সুরলোকের শোভা সন্দর্শন করিতেং ক্রমে হেমকূট পর্ব্বতের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; এই পূর্ব্বা-

পূর্ব্বসমুদ্রের মধ্যস্থ সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় রক্ত-বর্ণ স্বর্ণ পর্ব্বত কাহার নাম কি? মাতলি কহিলেন উহা-র নাম হেমকূট পর্ব্বত এই স্থলে মরীচি মুনির পুত্র ক-শ্যপ যাঁহা হইতে দেব দানব মানব প্রভৃতি সকলে-রই উৎপত্তি হইয়াছে তিনি সস্ত্রীক তপস্যা করিতে-ছেন। রাজা কহিলেন তবে এইস্থানে অবতরণ কর। সারথি আমি মহামুনির পাদবন্দন করিয়া মানবজন্ম সফল করিব।

তদনন্তর রাজা ও মাতলি রথ হইতে অবতীর্ণ হই-লেন এবং মাতলি কহিলেন মহারাজ এই অশোক বৃক্ষের ছায়াতে বিশ্রাম করুন। আমি মুনিবরের নিকট নিবেদন করিতেছি। মাতলি প্রস্থান করিলে রাজা একাকী বসিয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজা আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে বাহো তুমি কি নিমি-ত্তে স্পন্দন করিতেছ আমি আপনার মঙ্গল আপনি পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিণামের ফল ভোগ করিতেছি।

মহীপাল এইরূপ স্মর যাতনা করিতেছেন এমত সময়ে দুইজন তাপসী একটি বালক সঙ্গে করিয়া ত-থায় উপস্থিত হইল। বালকটি ক্রোড়ে এক সিংহ শাবকের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। রাজা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া তাপসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই বালক কাহার? তাপসীরা উত্তর করিল ইনি কোন

পুরুবংশীয় নৃপতির পুত্র। ইহার মাতা মেনকা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে উদ্ভব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম শকুন্তলা। তিনি পতি কর্ত্তৃক নিরাকৃতা হইয়া কশ্যপ-মুনির তপোবনে প্রযুক্তা হইয়াছিলেন। এই সকল শ্রবণ করিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার পিতার নাম কি? মুনিতনয়া উত্তর করিলেন আমরা সেই ধর্ম্মদারত্যাগির নাম কীর্ত্তন করিতে পারি না। পরে ঐ বালকের মণিবন্ধ হইতে কশ্যপ মুনির প্রদত্ত রক্ষাকাণ্ড পরিভ্রষ্ট হইলে রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। তাহাতে তাপসীদ্বয় আশ্চর্য্যাভিভূত হইয়া কহিলেন মহাশয় ভগবান কশ্যপ এই বালকের জাতকর্ম্ম সময়ে এই অপরাজিতা নামে মহৌষধী দিয়াছিলেন। ইহা ভূমিতে পতিত হইলে মাতা পিতা ভিন্ন অন্য কেহ স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ ভুজঙ্গরূপে তাহাকে দংশন করে কিন্তু আপনি গ্রহণ করিলেন তাহাতে কিছুই হইল না। রাজা কহিলেন তোমরা সন্দেহ করিও না আমার নাম রাজা দুষ্মন্ত আমি দুর্ম্মতিপরতন্ত্র হইয়া গর্ভবতী সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।

রাজার এই কথা শুনিয়া তাপসীদ্বয় আহ্লাদিত হইয়া শকুন্তলার নিকটে সমাচার প্রদান করিতে চলিল। শকুন্তলা চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমের আগমন সম্বাদে